লাখো শহিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে জোট-মহাজোটের বাইরে বিকল্প শক্তি গড়ে তুলুন

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৫ মার্চ '১৮ সিপিবি-বাসদ, বাম মোর্চার আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ২৫ মার্চ পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক মোশরেফা মিশু, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের আজিজুর রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হামিদুল হক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান টিপুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা আকবর খান।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের চার মূলনীতি–গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ–আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লুটপাট ও গণতন্ত্রহীনতার দ্বি-দলীয় রাজনীতির শোষণ নিষ্পেষণে শ্রমিক, কৃষক, নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। লাখো শহিদের আত্মদানে অর্জিত এই বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে 'ভিশন-৭১' বাস্তবায়ন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। দ্বি-দলীয় জোটের বাইরে বাম, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সময়ের দাবি। নেতৃবৃন্দ বলেন, সব স্বাধীনতাই মুক্তি সংগ্রাম হয় না, আবার সব মুক্তির সংগ্রামই স্বাধীন দেশের জন্ম দেয় না। '৭১ সালে আমাদের সংগ্রাম ছিল একই সাথে স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং মুক্তির সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম। যে কারণে এই জনযুদ্ধ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট স্থায়ী করতে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার বিকৃত কৌশলের প্রতিযোগিতা চলছে। ক্ষমতাসীন দল মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে বলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশ শাসন করছে। সেই সুযোগে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী সাম্প্রদায়িক ঘাতকগোষ্ঠী ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শাসকশ্রেণির নতজানু নীতির সুযোগে নানা জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। '৭২ সালে বুর্জোয়ারা সংবিধানে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও ন্যায্যতার কথা বললেও শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তারা তা বাস্তবায়ন করেনি। আওয়ামী লীগ এখন লুটেরা বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার শহিদদের স্বপ্নের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এইসব বুর্জোয়াদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। জনগণের রক্তে, ঘামে অর্জিত বিজয় আমরা ভূলুণ্ঠিত হতে দিতে পারি না। নেতৃবৃন্দ বলেন, আজকে বামপন্থিদেরকেই জনগণের অর্জিত বিজয়ের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে হবে।